উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ- ১৫ ❖ সংখ্যা- ৬৬ ❖ এপ্রিল-জুন ২০১৭

THE HUNGER PROJECT

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
নাছিমা আক্তার জলি
আহসানুল কবির
জমিরুল ইসলাম

প্রকাশকাল
১০ আগস্ট ২০১৭

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্‌স, ২/২, ব্লক-এ
মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১২ ২০৮৬
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: www.thpbd.org
ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh

‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’ উদ্ভাবিত সৃজনশীল উন্নয়ন পদ্ধতি

এসডিজি অর্জনে ‘কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা’

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নিজেদের অবস্থান থেকে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এসডিজি-এর লক্ষ্যগুলো অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এই লক্ষ্যে তৃণমূলের জনগণকে উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করা এবং স্থানীয় সরকারের সামর্থ্য বৃদ্ধি ও কারিগরি সহায়তা দেয়ার জন্য ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’ কমিউনিটি চালিত একটি সৃজনশীল উন্নয়ন পদ্ধতির (Community-led Development) উদ্ভাবন করেছে। ইতিমধ্যে এই পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহারও করা হয়েছে। যেসব ইউনিয়নে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে সেসব ইউনিয়ন এমডিজি/এসডিজি অর্জনে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধন করেছে। এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার বেতাগা ইউনিয়ন-সহ দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কর্মভুক্ত ইউনিয়নসমূহ।

এসডিজি’র ধারণা

২০১৫ সালে জাতিসংঘের শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-সহ ১৯৩টি দেশের রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ ‘Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development’ শিরোণামের একটি কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। এই কর্ম-পরিকল্পনায় অনেকগুলো সুদূরপ্রসারী, গণকেন্দ্রিক ও রূপান্তর সৃষ্টিকারী লক্ষ্য ও টার্গেট অন্তর্ভুক্ত, যা Global Goals বা 2030 Agenda বা ‘এসডিজি’ হিসেবে অভিহিত। এটি একটি ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক দলিল। উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়ে আসা ‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা’র (এমডিজি) অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের ধারাবাহিকতায়ই ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা’ (এসডিজি) গড়ে উঠেছে। তবে এমডিজির তুলনায় এসডিজি’র পরিসর অনেক বড় ও বিস্তৃত। এটি একটি সমন্বিত ও সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। কার্যত এটি একটি বহুমাত্রিক পরিকল্পনা, যে দলিলে মানব উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত।

এসডিজি’র ১৭টি অভিষ্ট রয়েছে। প্রতিটি অভিষ্টের জন্য একাধিক টার্গেট চিহ্নিত করে ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অভিষ্টগুলো সর্বজনীন, অবিভাজ্য এবং দর্শনভিত্তিক। এর মধ্যে মানুষের স্বাধীনতা, সমতা ও মানবাধিকারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত। এতে কাউকে বাদ না দিয়ে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে এগিয়ে যাবার কথা বলা আছে। এই লক্ষ্যসমূহের মধ্যে ‘লক্ষ্য-১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছ-জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা’কে এসডিজি’র অন্য সকল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের মধ্যমণি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা সমাজে যদি শান্তি ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত না হয়, রাষ্ট্রের ও সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও কার্যকর না হয়, তাহলে এসডিজি’র অন্য লক্ষ্যগুলো অর্জন দূরুহ হবে এবং তা টেকসই হবে না।

এসডিজি’র মূল বক্তব্য হলো সকল ধরনের দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুধা নির্মূলকরণ, মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, নিরাপদ পানির সংস্থান, সকলের জন্য সাশ্রয়ী জ্বালানির ব্যবস্থা, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন, উদ্ভাবন, দেশের অভ্যন্তরে ও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বৈষম্য দূরীকরণ, শহরের পরিকল্পিত উন্নয়ন, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, সমুদ্র সংরক্ষণ ও সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, প্রাকৃতিক

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের অবনয়ন রোধ ও উন্নয়ন সাধন এবং মরুকরণ রোধ। একইসঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সেই লক্ষ্যে প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন, গৃহীত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠাকরণ।

এই দলিলের একটি বিশেষত্ব হলো যে, এটি সংশ্লিষ্ট সবার আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে, যদিও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) প্রণয়ন করেছিলেন একদল বিশেষজ্ঞ। বস্তুত, এসডিজি হলো জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্বাধিক অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগ, যাতে বহু দেশের অসংখ্য নাগরিক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অংশ নিয়েছিল। তাই এটি বাইরের থেকে আরোপিত নয়, বরং জাতীয় মালিকানায় অর্জিত এজেন্ডা। বস্তুত, এটি 'জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য ও জনগণের এজেন্ডা' এবং এর সফল বাস্তবায়নও নির্ভর করবে মূলত জনগণের ওপর। তাই এসডিজি'র স্থানীয়করণ বা লোকালাইজেশন গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের উদ্যোগ

বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই এসডিজি বাস্তবায়নে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-সহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এগুলোতে এসডিজি'র উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এছাড়া এসডিজি'র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তদারকি ও মনিটরিং করার জন্য সরকার ইতিমধ্যে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেছে। সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ (GED) এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করছে। এই বিভাগের সহায়তায় ইতিমধ্যে এসডিজি'র ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জনে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের দায়িত্ব ও করণীয় ম্যাপিং করে সরকার একটি হ্যান্ডবুক প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশে পুরো এসডিজি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে সমন্বয় ও সফল করার লক্ষ্যে একজন চৌকস সাবেক সরকারি কর্মকর্তাকে এসডিজি'র প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

কেন এসডিজির স্থানীয়করণ প্রয়োজন

যদিও এসডিজি অর্জনের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রতিটি দেশের সরকার দায়বদ্ধ, তবে এসডিজি অর্জন করতে হলে দেশের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকেই সচেষ্ট হতে হবে এবং কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদের সংবিধান জনকল্যাণমূলক সকল সরকারি সেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে স্থানীয় সরকার, বিশেষত জনগণের দোরগোড়ার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদকে [অনুচ্ছেদ: ৫৯(২)(গ)]। দারিদ্র্য, শিক্ষার সমস্যা, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবেশ বিপর্যয়ের আন্তঃসম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে অন্তত ১২টির জন্যেই প্রয়োজন সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল।

বাংলাদেশের সংবিধানের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশকে এসডিজি অর্জন করতে হলে এসডিজির স্থানীয়করণ করতে হবে। তাই সম্পদ ও লোকবল প্রদানের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদ আইনে হস্তান্তরযোগ্য যেসব বিভাগ নির্ধারিত আছে তা বাজেট ও লোকবলসহ ইউনিয়ন পরিষদে অবিলম্বে হস্তান্তর করে পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করতে হবে। এতে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ কাঙ্ক্ষিত এবং মানসম্মত সেবা পাবে। পরিষদগুলোকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে কার্যকর করা প্রয়োজন, যাতে তৃণমূলের নেতারা নিজ এলাকার জনগণের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এসডিজির অভীষ্টসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে।

প্রসঙ্গত, বিভিন্ন দেশের সেরা চর্চা (Best Practices) যেমন, ওয়ার্ডসভার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, নাগরিক সনদ স্থাপন, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন আয়োজন এবং পরিষদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯' প্রণীত হয়, যা বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পথ প্রশস্ত করেছে।

কমিউনিটি চালিত 'এসডিজি ইউনিয়ন স্ট্র্যাটেজি'

'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯'-এর আলোকে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও কার্যকর করে এমডিজি ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে ২০১০ সালে ব্র্যাক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ময়মনসিংহ জেলার চারটি ইউনিয়নে যৌথভাবে কাজ করে। পরবর্তীতে বড় পরিসরে ২০১৪ সালে এই দুটি সংস্থা চারটি জেলার ৬১টি ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিল মূলত গতানুগতিক মানসিকতার পরিবর্তন, ইউনিয়ন পরিষদের সামর্থ্য বিকাশ ও জনগণকে সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে একটি সমন্বিত কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করা, যা বর্তমানে 'এসডিজি ইউনিয়ন স্ট্র্যাটেজি' নামে পরিচিত।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর এসডিজি ইউনিয়নের কৌশল

এই কর্মসূচির মাধ্যমে একদল স্বেচ্ছাব্রতী উজ্জীবক, তরুণ ও নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা ইউনিয়ন পরিষদের সাথে নিয়মিত ও গঠনমূলক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার মাধ্যমে তৃণমূলের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছেন। একইসঙ্গে তারা স্থানীয় সচেতন ও সংগঠিত নাগরিক এবং অপরাপর স্থানীয় সংগঠনের অংশগ্রহণে 'তৃণমূলের নাগরিক সমাজ' গড়ে তুলেছেন। 'এসডিজি ইউনিয়ন স্ট্র্যাটেজি'র মধ্য দিয়ে– (১) স্থানীয় জনগণ; (২) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি; (৩) তৃণমূলের নাগরিক সমাজ; এবং (৪) জনগণের জন্য সরকারি সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ – এই চার মূলশক্তির মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব গড়ে উঠছে।

মূলত, 'এসডিজি ইউনিয়ন স্ট্র্যাটেজি' হলো তরুণ ও নারীবান্ধব কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন পদ্ধতি (Community-led Development-CLD), যেখানে ধরে নেয়া হয়, দারিদ্র্য ও অপুষ্টির প্রাথমিক কারণ হচ্ছে সমাজে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। এই মানসিকতা নারী-পুরুষের সম-অংশীদারিত্বকে কেবল অস্বীকারই করে না, বরং সমাজে সর্বস্তরে বিদ্যমান দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখে। এছাড়াও Top-down

approach বা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া পদ্ধতি মৌলিক সরকারি সেবা সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি ও সামাজিক বৈষম্যের বিস্তার ঘটায়।

আরেকভাবে বলতে গেলে, 'কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন' (CLD) হলো নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তনের ধারায় স্থানীয় জনগণের মালিকানায় অর্জিত ভিশন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে সকলকে যুক্ত করে একসাথে কাজ করার প্রক্রিয়া, যা স্থানীয় পর্যায়ের শাসন কাঠামো, সামগ্রিক জনসেবা এবং এর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই উন্নয়ন ধারা কতগুলো সুস্পষ্ট নীতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে মানব মর্যাদা, নারী ও পুরুষের সমতা, মানুষের ক্ষমতায়ন, পারস্পরিক সম্পৃক্ততা, স্থায়িত্বশীলতা, বিকেন্দ্রীকরণ, সামাজিক রূপান্তর, সামগ্রিকতা, রূপান্তরকারী নেতৃত্ব এবং কৌশল ও কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতি/মূল্যবোধসমূহ আমাদের কার্যক্রম সঠিক পথে পরিচালিত হতে সহায়তা করছে।

নিম্নোক্ত ধাপের/পর্যায়ের মধ্য দিয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর এসডিজি ইউনিয়ন কৌশল তথা কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন ধারার কার্যক্রম পরিচালিত হয়:

মানসিকতার পরিবর্তন → সামর্থ্য বিকাশ → কার্যক্রমের প্রভাব সৃষ্টি → স্থায়িত্বশীলতা

প্রথম পর্যায়/ধাপ: মানসিকতার পরিবর্তন (Transforming the Mindset)

দারিদ্র্য একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দারিদ্র্য বিমোচনের নামে বহুকাল ধরেই মানুষকে নানা রকমের সেবা ও সাহায্য দেয়া হচ্ছে। উন্নয়নের নামে মানুষের জন্য 'করে দেয়া'র নীতি অনুসৃত হচ্ছে। এতে সমাজে মানুষ পরিণত হয়েছে নিছক উপকারভোগীতে। সৃষ্টি হয়েছে পরনির্ভরশীলতার ভয়াবহ সংস্কৃতি, অসহায়ত্ব এবং হাল ছেড়ে দেয়ার মানসিকতা। অন্যদিকে, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, নারীর মতামতকে অগ্রাহ্য করা, প্রচলিত জেন্ডার শ্রম বিভাজন নারীর অসহায়ত্বকে তীব্রতর করেছে। কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন ধারায় মানুষ সম্পর্কে এসব নেতিবাচক মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। এর বিপরীতে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা হয় যে, মানুষই মূলত পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি, মানুষ সক্ষম, সৃজনশীল এবং আত্মশক্তিসম্পন্ন, মানুষ সমস্যা নয়, বরং সমাধান। মানসিকতার এই পরিবর্তন গ্রাম উন্নয়নে নতুন প্যারাডাইম বা চিন্তাধারা গড়ে তোলে, যা সংক্ষেপে নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

	প্রচলিত উন্নয়ন ধারা (Top-down) উন্নয়ন পদ্ধতি	'কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন' (Community-led Development) পদ্ধতি
দরিদ্র কে?	সেবা গ্রহীতা বা নিছক উপকারভোগী	সৃজনশীল সমস্যা সমাধানকারী, নিজ ভাগ্য গড়ার কারিগর ও কঠোর পরিশ্রমী, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত
নারীর ভূমিকা কী?	অধিকতর নাজুক অবস্থা এবং অভীষ্ট উপকারভোগী	পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি এবং উন্নয়নের কারিগর
স্থানীয় সরকারের ভূমিকা কী?	কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা	প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো জন-অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা কী?	ব্যাপকভিত্তিক সরকারি সেবা সরবরাহ করা	'কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন'-এর জন্য সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট প্রথম ধাপে কমিউনিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করে, বিশেষ করে পরনির্ভরশীলতা, হাল ছেড়ে দেয়ার মানসিকতা এবং জেন্ডার বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়গুলোতে। এরপর তাদের নিজস্ব প্রত্যাশা ও নেতৃত্ব সৃষ্টি করা হয়। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- **'প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রম' শীর্ষক কর্মশালা:** তিন ঘণ্টার এই কর্মশালার মাধ্যমে নাগরিকরা নিজেদের মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি করে, এই প্রত্যাশা অর্জনের জন্য তারা পদক্ষেপ নেয়, তারপর স্ব-নির্ভরতার ভিত্তিতে কাজ শুরু করে।
- **উজ্জীবক প্রশিক্ষণ:** 'প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রম' বিষয়ক কর্মশালার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়, যারা পরবর্তীতে চারদিনের নিবিড় ও রূপান্তরকারী প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নাগরিকদের সক্রিয় করা এবং কমিউনিটিতে সামাজিক গণজাগরণ সৃষ্টিতে অনুঘটক হয়ে উঠে। উজ্জীবক প্রশিক্ষণে একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে জেন্ডার সম্পর্কিত আলোচনা। উজ্জীবকদের ৪০ শতাংশই নারী। সাধারণত একটি ইউনিয়নে ১৫০ জন উজ্জীবক থাকে।
- **ইউনিয়ন পরিষদের সামর্থ্য বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ:** ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তিনদিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়, যা তাদের দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কের পরিবর্তে জন-সম্পৃক্ত উন্নয়নের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়। এছাড়া এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে 'কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন' পদ্ধতির আলোকে 'ইউনিয়ন পরিষদ আইন-২০০৯' অনুযায়ী পরিষদ পরিচালনায় তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা হয়।
- **নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ:** নারী উজ্জীবক ও কমিউনিটির অন্যান্য নারীদের নিয়ে তিনদিনের নিবিড় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যা 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নামে পরিচিত। তৃণমূলের এই নারীনেত্রীরা নারী ও কিশোরীদের গণতান্ত্রিক ও প্রজনন অধিকার, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, পুষ্টি ও বাল্যবিবাহ নিরোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এছাড়া তারা নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়ে 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক' গড়ে তোলে।
- **ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণ:** ছাত্র-তরুণদেরকে এসডিজি ইউনিয়ন গড়ার কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে 'ইয়ুথ লিডারশিপ' প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উজ্জীবিত হয়ে তারা 'অ্যাকটিভ সিটিজেন' বা সক্রিয় নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে এবং নিজের এলাকায় 'সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টস্'-এর সূচনা করে।

- **গণগবেষণা সহায়ক:** সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাব্রতীদের মধ্য থেকে একদল বাছাই করা স্বেচ্ছাব্রতীকে তিন দিনের কর্মশালার মাধ্যমে গণগবেষণা সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এই সহায়করা নিজ এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান বের করতে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র মানুষ হয়ে উঠে তৃণমূলের গণগবেষক এবং গড়ে তোলে তাদের নিজেদের সংগঠন। যার মধ্যে 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়'–এসডিজির এই নীতির প্রতিফলন রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বরেণ্য অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনিসুর রহমান এই পদ্ধতির উদ্ভাবক।
- **নাগরিকত্ব ও সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক কর্মশালা:** কর্ম-এলাকায় সহায়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একদল স্বেচ্ছাব্রতী সহায়ক তৈরি করা হয়, যারা সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য 'নাগরিকত্ব ও সামাজিক সম্প্রীতি' বিষয়ক কর্মশালা পরিচালনা করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়/ধাপঃ সামর্থ্য বিকাশ (Capacity for Development)

এসডিজি'র ১৭টি অভিষ্টের মধ্যে কমপক্ষে ১২টি অভিষ্ট (যেমন, অভিষ্ট-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১২, ১৩, ১৫ ও ১৬) কমিউনিটি পর্যায়ে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে কমিউনিটির সক্ষমতা, বাস্তবায়ন দক্ষতা ও দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং কর্মসূচি পরিচালনা ও অবকাঠামো গড়ে তোলা দরকার। এই সামর্থ্য বিকাশ কমিউনিটির নিজস্ব মালিকানায় এবং নিজেদের দ্বারা হতে হবে, অবশ্যই তা নারীদের পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে হতে হবে।

এই ধাপে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট স্বেচ্ছাব্রতী ও গ্রামের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে 'গ্রাম উন্নয়ন টিম' (VDT) গঠন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যাতে তারা স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ, অগ্রাধিকার নির্ণয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তা মূল্যায়ন করতে পারে। শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে এবং তাদেরকে আয়মুখী কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট গণগবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উজ্জীবিত, সংগঠিত ও যুথবদ্ধ করে, যাতে তারা তাদের সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব ও সম্পদ কাজে লাগিয়ে নিজেদের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনে এগিয়ে আসে। এই প্রক্রিয়ায় সংগঠিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তারা 'সেলফ হেলফ গ্রুপ' বা আত্মসহায়তাকারী সংগঠন গড়ে তোলে, যেখানে সংগঠনগুলো সঞ্চয় সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক পুঁজি গড়ে তোলে।

সামাজিক জবাবদিহিমূলক টুলস বা হাতিয়ার ব্যবহার বরে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতীরা অতি দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতাভুক্তি নিশ্চিত করছে। তারা অপুষ্টি নির্মূলে '১০০০ দিনের কর্মসূচি' বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজ করে থাকে। বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতীরা স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে সরকারি সেবায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতীরা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

তৃতীয় পর্যায়/ধাপঃ কার্যক্রমের প্রভাব সৃষ্টি (Creating a Momentum of Accomplishment)

এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে কেবল কমিউনিটির সামর্থ্য বিকাশই যথেষ্ট নয়, এরসঙ্গে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ও অনুশীলন। অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, কর্মসূচির কার্যকারিতা এবং স্বচ্ছতা ও জববাদিহিতা চর্চার মধ্য দিয়ে কমিউনিটিতে গণতন্ত্রের ভিত দৃঢ় হয়ে ওঠে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় নাগরিক সমাজের মধ্যে অংশীদারিত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে তৃণমূলের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হয়, তা হলো:

- নিয়মিতভাবে ওয়ার্ডসভা আয়োজন, যেখানে তৃণমূলের বিশেষত হতদরিদ্র মানুষের চাহিদা গ্রহণ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদের অগ্রাধিকারমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন আয়োজন এবং বাজেটে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের উদ্যোগ নেয়া;
- তৃণমূল থেকে উৎসারিত পরিকল্পনা এবং ইউনিয়ন পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বই আকারে প্রকাশ করা;
- ইউনিয়ন পরিষদ ও সেবা প্রদানকারী বিভাগসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুশীলন;
- পারস্পরিক শিক্ষণ বিনিময় এবং এসব শিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- স্থানীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধির জন্য কর নিরূপণ ও আদায়ের কার্যকর ও জনবান্ধব ব্যবস্থার অনুশীলন;
- Data revolution তথা অংশগ্রহণভিত্তিক মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য কার্যকর তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও এর ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।

চতুর্থ পর্যায়/ধাপঃ স্থায়িত্বশীলতা (Ensuring Sustainability)

কার্যক্রমের প্রভাব ও এর স্থায়িত্বশীলতা মূলত এর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থায়িত্বশীলতার ওপর নির্ভর করে। আর স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিতের জন্য স্থানীয় নেতৃত্ব এবং কমিউনিটিকে সত্যিকার অর্থে তারা নিজেরাই তাদের উন্নয়নের দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। তাদের মালিকানায়, তাদের নেতৃত্বে, জনঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হতে হবে। বাইরে থেকে সহায়তা নেয়ার প্রয়োজন থাকবে, তবে তা হবে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। এই ধাপে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট 'কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন ধারা'কে সফলভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে, যাতে পরিষদ স্ব-প্রণোদিত হয়ে জনগণকে সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করে এবং স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পারে। এর লক্ষ্য হলো এসডিজি ইউনিয়ন গড়াকে ইউনিয়ন পরিষদের অগ্রাধিকারে পরিণত করা। এছাড়াও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহায়তায় গড়ে উঠে স্থানীয় নাগরিক সমাজসহ অসংখ্য স্থানীয় সংগঠন, যা উন্নয়নের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

‘এসডিজি ইউনিয়ন স্ট্র্যাটেজি’ সামাজিক আস্থা সৃষ্টিতে কীভাবে ভূমিকা রাখছে

সম্প্রতি বিশ্ববিখ্যাত কলাম্বিয়া, প্রিন্সটন ও ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ চারটি কেইস স্টাডির ভিত্তিতে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ ‘প্রসিডিংস অব দি আমেরিকান একাডেমি অব সাইন্সেস’-এ প্রকাশ করেন, যার একটি ছিল ব্র্যাক ও হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর যৌথভাবে বাস্তবায়িত ৬১টি এসডিজি ইউনিয়ন। গবেষকদের মতে, অন্যান্য ইউনিয়নের তুলনায় উপরোক্ত ইউনিয়নগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ‘সামাজিক আস্থা’ অর্জিত হয়েছে, যা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আর সামাজিক আস্থার ভিত্তিতেই সমাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। তাই গবেষকগণ দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে নীতি-নির্ধারকদের প্রতি স্বল্প আয়ের কমিউনিটি তথা কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে বলেছেন।

গবেষণার ফলাফলঃ কার্যকর বিনিয়োগ (Wise Investment)

এসডিজির অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এর ‘অভীষ্ট-৮’ বাস্তবায়ন করা, যা লক্ষ্য হলো– সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো লাগসই বিনিয়োগ। কিন্তু যারা দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে তাদের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ (প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি) করার সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত দুরূহ, কারণ তাদের আয় স্বল্প এবং এই বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এই গবেষণার মধ্য দিয়ে এই ধরনের বিনিয়োগের ব্যাপারে দরিদ্র মানুষের মতামত যাচাই করা হয়েছিল। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, যদি আপনাদেরকে আজকে ৫০০ টাকা, অথবা তিন মাস পরে ২ হাজার ৫০০ টাকা নিতে বলা হয়, তাহলে আপনারা কোনটাকে বেছে নিবেন। গবেষণার ফলাফলে দেখা গিয়েছে, যেখানে সামাজিক আস্থার অভাব রয়েছে সেখানে তারা নগদ ৫০০ টাকা নিতে আগ্রহী হয়েছে, আর যেখানে সামাজিক আস্থা সৃষ্টি হয়েছে সেখানে মানুষ বেশি অর্থ পাওয়ার জন্য (২ হাজার ৫০০ টাকা) একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি আছে।

সফলতার উদাহরণ

এসডিজি অর্জনের পথে বাগেরহাটের বেতাগা ইউনিয়ন

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ১৮৫টি ইউনিয়নে কমিউনিটি চালিত এসডিজি ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার বেতাগা ইউনিয়ন যার মধ্যে একটি অন্যতম সফল ইউনিয়ন। ১২টি গ্রাম নিয়ে গড়া এই ইউনিয়নের আয়তন ২৩ বর্গকিলোমিটার। ইউনিয়নের জনসংখ্যা ১৬,২৮০ জন (নারী ৮১২০ জন, পুরুষ ৮১৬০ জন)। মোট ৩৮০৫টি পরিবারের বসবাস এখানে।

এই ইউনিয়নে বর্তমানে শিক্ষার হার ৮৩%। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪টি (১টি বালিকা), নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯টি। ইউনিয়নের মোট ৫৬% জনগণ কৃষক, ১৮% ব্যবসায়ী, ৪% সরকারি চাকরিজীবী, ৬% বেসরকারি চাকরিজীবী, ৭% মৎস্য ব্যবসায়ী ও পোলট্রি খামারি এবং ৯% শ্রমজীবী/শ্রমিক।

১৩ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন স্বপন দাশ। তিনি পর পর পাঁচবার চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, যা বাংলাদেশে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ না দিয়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জাতীয়ভাবে তিনবার এবং জেলা পর্যায়ে ১৩ বার শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কার্যকর ও জনসম্পৃক্ত কার্যক্রম পরিচালনার স্বীকৃতি হিসেবে বহুবার তিনি পুরস্কৃত হন।

২০০৩ সালে স্বপন দাশ ঢাকায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত পাঁচ দিনব্যাপী একটি উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। বেতাগা ইউনিয়নকে ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যমুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা খুঁজে পান তিনি এই প্রশিক্ষণ থেকে। পরের বছর তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে প্রশিক্ষিত একদল স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির অংশ হিসেবে পঞ্চায়েত (স্থানীয় সরকার) কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য যান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালায়। ভারতে গ্রাম সভার কার্যক্রম তাকে অনুপ্রাণিত করে, যেখানকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া জনঅংশগ্রহণমূলক। ভারত থেকে ফিরে আসার পর গ্রাম সভার এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা নিজ ইউনিয়নে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে বেতাগা ইউনিয়নে তিনি একটি উজ্জীবক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন।

সে সময়টায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট দেশের ১১০টি ইউনিয়নে এমডিজি ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনার কাজে নিয়োজিত। জনগণ, ইউপি জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় নাগরিক সমাজ এবং সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে কার্যকর অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে চেয়ারম্যান স্বপন দাশ ২০১০ সালে বেতাগা ইউনিয়নে এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাজ শুরু করেন। বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন এবং পরিষদের পক্ষে এমডিজি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কোনো আর্থিক সহায়তা না দিয়ে কারিগরি এবং প্রশিক্ষণ সহায়তা দিয়ে বেতাগা ইউনিয়নকে এমডিজি ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তোলার কাজে পরিষদকে সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বেতাগার একদল নারী-পুরুষকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বেতাগা ইউনিয়নে বর্তমানে মোট উজ্জীবকের সংখ্যা ২৫৩, যেখানে নারী ১২৯ জন এবং পুরুষ ১২৪ জন। নারীনেত্রী আছেন ৩৬ জন। তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব ইয়ুথ লিডার ১৭৭ জন, যেখানে নারী ৫৫ জন এবং পুরুষ ১২২ জন। কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর ৩৭ জন, যেখানে নারী ২০ জন এবং পুরুষ ১৭ জন। জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামে আছেন ১৮ জন সদস্য। এছাড়া বেতাগায় সম্মানিত ও জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের একটি গ্রুপ রয়েছে, যারা ইউনিয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমে ‘ওয়াচ ডগ’ হিসেবে কাজ করেন।

ইউনিয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতীরা ওয়ার্ডসভা এবং উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন আয়োজনে পরিষদকে সহায়তা করেন। বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে প্রচারণা চালানোর জন্য স্বেচ্ছাব্রতীরা পরিষদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন।

স্বেচ্ছাব্রতী উজ্জীবকগণ স্থানীয় নাগরিকদের বিশেষ করে নারীদের 'সেলফ হেলফ গ্রুপ' বা স্থানীয় সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সংগঠিত করছেন। এ পর্যন্ত নয়টি স্থানীয় সংগঠন গড়ে উঠেছে। এসকল সংগঠনের মোট সঞ্চয় ৩ লাখ ৭ হাজার ৫২২ টাকা। এই সঞ্চয়ের টাকা থেকে সদস্যরা ঋণ নিয়ে তাদের আর্থিক সমস্যার সমাধান করেন। নারী সদস্যরা নিয়মিত বসেন, নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেন এবং নিজেদের জীবনের মানোন্নয়নে নানা কার্যকরী পদক্ষেপ নেন। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধে এলাকার জনগণকে সচেতন করেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতীরা বেতাগা ইউনিয়নের ১২টি গ্রামে ১২টি 'গ্রাম উন্নয়ন টিম' গঠন করেছে। গ্রাম উন্নয়ন টিমের মোট সদস্য ২৪৫ জন, যেখানে নারী ৯২ জন এবং পুরুষ ১৫৩ জন। বেতাগা ইউনিয়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কোনো কর্মকর্তা নেই, একজন বেতনভুক্ত স্বেচ্ছাসেবক বেতাগা-সহ দুটি ইউনিয়নের উজ্জীবকদের সক্রিয় রাখার দায়িত্ব পালন করেন।

ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় ও স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগে এই ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে, জানুয়ারি-মে ২০১৭ এই পাঁচ মাসে বেতাগা ইউনিয়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে:

'বিশ্বায়নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক বেতাগা গড়ার প্রচেষ্টা আমরা গ্রহণ করেছি। সামাজিক পুঁজি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমি একজন উজ্জীবক। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহায়তায় বেতাগায় আজ অনেক উজ্জীবক, যারা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে অসাধ্য সাধনে এবং মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত আছেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর লেখনী ও উৎসাহ আমাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় ২০০৪ সালে ভারতের কেরালা রাজ্য ভ্রমণের সুযোগ এবং ওখানকার তৃণমূলের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ আমাদের নতুন পথ দেখাতে সহায়তা করেছে।'

– **স্বপন দাশ**, চেয়ারম্যান, বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ, ফকিরহাট উপজেলা, বাগেরহাট

- চার শতাধিক নাগরিকের সাথে ১২টি 'নাগরিকত্ব' বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- 'প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি এবং কার্যক্রম' শীর্ষক কর্মশালা হয়েছে ৯টি।
- ১২টি গ্রাম উন্নয়ন টিমের সাথে ১২টি 'গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা' কর্মশালা হয়েছে।
- ইউনিয়নের ৬৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে 'কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' কার্যক্রম পরিচালনা করেছে ইয়ুথ সদস্যরা।
- ১৭ জন নারীর সাথে গণ-গবেষণা কর্মশালা করা হয়েছে।
- জন্মনিবন্ধন উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক উঠান বৈঠক হয়েছে ১৬টি, যেখানে ১১২ জন নারী এবং ৪৫ জন পুরুষ অংশ নেন।
- প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবার্তা বিষয়ক উঠান বৈঠক হয়েছে ১১টি, যেখানে অংশ নেন ১৩৩ জন নারী এবং পুরুষ ১৪ জন।
- ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া রোধে উঠান বৈঠক হয়েছে ১৮টি, যেখানে অংশ নেন ১৮৫ জন নারী এবং ৫৩ জন পুরুষ।
- নিরাপদ সন্তান প্রসব বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিমূলক উঠান বৈঠক হয়েছে ১৫টি, যেখানে ১২১ জন নারী উপস্থিত ছিলেন।
- গর্ভবতী মায়ের টিকা গ্রহণ শীর্ষক উঠান বৈঠক হয় ১২টি, যেখানে ১০৭ জন নারী উপস্থিত ছিলেন।
- স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন বিষয়ক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৭টি, যেখানে ১৬৬ জন নারী এবং ৪৮ জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।
- বাল্যবিবাহ বন্ধে উঠান বৈঠক হয়েছে ২৫টি, যেখানে উপস্থিত ছিলেন ২৭৮ জন নারী এবং ১০৩ জন পুরুষ।

এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ওয়ার্ডসভা, ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা সভা, ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা, প্রাক্-বাজেট সভা ও উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ডসভায় এলাকার জনগণ তাদের চাহিদা তুলে ধরেন। ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন ও সক্রিয়করণের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও খাতভিত্তিক অভিজ্ঞদের বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। তারা তাদের মেধা ও শ্রম দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা দিচ্ছেন। উজ্জীবক এবং গ্রামবাসী পরিষদের সহযোগিতায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে কাজ করছেন। জনগণ-জনপ্রতিনিধি-জনপ্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগে চলছে উন্নয়ন প্রচেষ্টা।

ওয়ার্ডসভা উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে বেতাগা ইউনিয়নে। শুধু তাই নয়, ওয়ার্ডসভা পরিণত হয়েছে তৃণমূলের পরিকল্পনা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা কেন্দ্রে। ওয়ার্ডসভায় তৃণমূলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারী সমাজের মতামত প্রদানের সুযোগের মাধ্যমে মানুষকে অধিকার সচেতন করছে বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ। পরিষদটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিকল্পনা তৈরি, বাজেট প্রণয়ন ও উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন আয়োজনের মাধ্যমে জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।

'অর্গানিক বেতাগা' পরিষদ ও জনগণের একটি অনন্য উদ্যোগ। ৫০ একর জমিতে গড়ে ওঠা পরিষদের এই উদ্যোগকে সফল করতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ফকিরহাট উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। বেতাগার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাসহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তারা 'অর্গানিক বেতাগা' গড়ে তোলার উদ্যোগকে সার্বণিক সহায়তা প্রদান করছেন। এ উদ্যোগকে সফল করার জন্য পরিষদ থেকে ইতিমধ্যে প্রায় ২ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। উৎপন্ন কৃষিজাত পণ্য বাজারজাত করার জন্য প্রায় দুই কিলোমিটার সড়কের উন্নয়ন কাজ হয়েছে। এছাড়াও শতভাগ সেচ সুবিধা নিশ্চিত করতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ব্যাপক সংযোগ নিশ্চিত করেছে।

এমডিজি ইউনিয়ন গড়ার কর্মকাণ্ডের শুরু থেকেই দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রশিক্ষণই দিচ্ছে না, পরিষদের সদস্যদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে তাদের 'রূপান্তরিত ভূমিকা'র ওপর জোর দিচ্ছে। পাশাপাশি ইউনিয়নে একদল সংগঠিত সামাজিক শক্তি তথা 'অ্যাকটিভ সিভিল সোসাইটি' গড়ে তুলেছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবকরা ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা যেমন, সিএসএস, জেজেএস ও ব্র্যাক বেতাগা ইউনিয়নে কাজ করছে। বিশ্বব্যাংক-এর এলজিএসপি প্রকল্প এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউনিয়নের জনগণের জন্য কার্যকর এবং ফলপ্রসূ সহায়তা প্রদান করে। বাংলাদেশে সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদগুলো চেয়ারম্যান নির্ভর, যেখানে পরিষদের ১২ জন সদস্যই গৌণ ভূমিকা পালন করেন। বেতাগা ইউনিয়ন একটি ব্যতিক্রমী ইউনিয়ন, যেখানে পরিষদের সকল সদস্যই সক্রিয় এবং একটি সমন্বিত টিম হিসেবে তারা কাজ করেন। পরিষদের সকল সদস্যই দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং তারা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক এবং তৃণমূলের সচেতন নাগরিক গোষ্ঠীর সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করেন।

তৃণমূলের জনগণের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদেই ১৩টি করে স্থায়ী কমিটি থাকে। বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমিটিগুলো নামে মাত্র থাকে। কিন্তু বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের ১৩টি স্থায়ী কমিটিই সক্রিয়। স্থায়ী কমিটিগুলো শুধু পরিষদের সভায় এলাকার জনগণের জীবনমান সংশ্লিষ্ট সমস্যাই তুলে ধরে না, পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) করে। কমিটিসমূহ মনিটরিং ব্যবস্থাকে জোরদার করায় ইউনিয়নের সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারী বিভাগসমূহের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বেড়েছে। স্থায়ী কমিটির মনিটরিং ব্যবস্থার ম্যাপ/কর্মসূচিও রয়েছে বর্ষব্যাপী। স্থায়ী কমিটিসমূহের প্রতিটি খাতে মনিটরিং ও কার্যকর ভূমিকার কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য চাষ, পোলট্রি শিল্প, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক রোধ, পরিবেশ উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী-সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। ১৩টি স্থায়ী কমিটির বাইরেও বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ সম্প্রতি শারীরিক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণের লক্ষ্যে একটি নতুন স্থায়ী কমিটি গঠন করেছে।

ইউনিয়ন পরিষদ বেতাগা ইউনিয়নের সাফল্যকে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে প্রতিবছর ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে 'বেতাগা দিবস' পালন করে। সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। সকল স্থায়ী কমিটি এবং 'অর্গানিক বেতাগা' প্রকল্প তাদের কার্যক্রম নিয়ে স্টল স্থাপন করে, কার্যক্রম এবং সফলতা ডিসপ্লের মাধ্যমে প্রদর্শন করে। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

বেতাগা ইউনিয়ন: এসডিজি অর্জনে কার্যক্রম ও অর্জন

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	কার্যক্রম এবং অর্জন
লক্ষ্যমাত্রা ১: সব ধরনের দারিদ্র্য দূর করা 1 NO POVERTY	• বেতাগা ইউনিয়নে তেমন কোনো শিল্প কর্মসংস্থান না থাকলেও বহু স্ব-কর্মসংস্থান উদ্যোগ রয়েছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে ইউনিয়নে গাভি পালন, কম্পিউটার ও সেলাই-সহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শতাধিক ইউনিয়নবাসী অংশ নেন। এর ফলে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ইউনিয়নবাসী মাছ চাষ, গাভি পালন, পোলট্রি, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করে স্ব-কর্মসংস্থান করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে বেতাগার ১৮% জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে নয়টি স্থানীয় সংগঠন বা 'সেলফ হেলফ গ্রুপ' গড়ে উঠেছে, যেখানে ১২৩ জন নারী এবং ১৮ জন পুরুষ সদস্য রয়েছেন। বর্তমানে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩ লাখ ২১ হাজার ৩২০ টাকা। সংগঠনের সদস্যরা তাদের সঞ্চয়ের টাকা বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজে বিনিয়োগ করছেন এবং আত্ম-কর্মসংস্থান করছেন। • পোলট্রিতে বাগেরহাট জেলার অন্যান্য ইউনিয়নের তুলনায় বেতাগা এগিয়ে আছে। এখানে ৯৪টি লেয়ার ফার্ম, ৬৪টি ব্রয়লার ফার্ম এবং ২৮টি হাঁসের খামার রয়েছে। ইউনিয়নে মোট পোলট্রি এবং হাঁসের খামারে হাঁস-মুরগির সংখ্যা ১ লাখ ৫৪ হাজার ২৭৮টি। ৩০০টি পরিবার পোলট্রির মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। • বাগেরহাট জেলার সবচেয়ে বেশি পোলট্রি ফার্ম গড়ে উঠেছে বেতাগায়। প্রতিদিন ৭০ হাজার ডিম বিক্রয়ের জন্য বেতাগা থেকে বাইরের জেলায় যাচ্ছে। বেতাগায় প্রচুর মাছ চাষ হয়। ইউনিয়নে ৭৮৫টি পুকুর রয়েছে, যেখানে বছরে প্রায় ৭০.৬৪ টন মাছ উৎপাদিত হয়। এছাড়া বেতাগায় ৯২৪টি চিংড়ি খামার রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাছ উৎপাদিত হয় ১ হাজার ৫০ টন। ইউনিয়নের ৭৭৮ জন মানুষ মাছ চাষে জড়িত। মৎস বিভাগের সহযোগিতায় চলতি বছর (২০১৭) পার্শ্বেখালী ও মাসকাটা বিলে সরকারি উদ্যোগে যথাক্রমে ৩ লাখ টাকা এবং ২ লাখ টাকার সাদা মাছের পোনা অবমুক্ত করা হচ্ছে। ইউনিয়নবাসী প্রতিদিন বেতাগা থেকে দুই টনের বেশি মাছ অন্যান্য এলাকায় পাঠায় বিক্রির জন্যে। • বেতাগা ইউনিয়নের জনগণ গরু ও ছাগল পালন করে প্রচুর আয় করেন। ইউনিয়নে নিবন্ধিত ১৩টি দুগ্ধ খামার এবং ২৩টি ছাগলের খামার রয়েছে। ইউনিয়নে গরুর সংখ্যা ৩ হাজার ৭৮৪টি। প্রতিদিন উৎপন্ন ও বিক্রি হচ্ছে ৩ হাজার লিটার দুধ। • অতি দরিদ্রদের জন্য নেয়া হয়েছে কর্মসংস্থান কর্মসূচি। নতুন সড়র নির্মাণ, পুরানো সড়ক পুনর্নির্মাণ, পাকা রাস্তার সোল্ডার উন্নয়ন, ড্রেন ও ওয়াল নির্মাণের কাজে বিগত বছর ২৭২ জন অতিদরিদ্র শ্রমিককে কাজে লাগানো হয়েছে।

বেতাগা ইউনিয়নঃ এসডিজি অর্জনে কার্যক্রম ও অর্জন

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	কার্যক্রম এবং অর্জন
লক্ষ্যমাত্রা ২ঃ ক্ষুধা দূর করা 2 ZERO HUNGER	• বেতাগায় কেউ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমায় না। যদিও ক্ষুধা পরিমাপ করার কোনো পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না, তবে অপুষ্টির কোনো দৃশ্যমান লক্ষণ ইউনিয়নে দেখা যায় না। বেতাগা একটি খাদ্য উদ্বৃত্ত ইউনিয়ন। প্রতি বছর এখানে ৩ হাজার ১১৭ টন খাদ্য উৎপাদিত হয় এবং ইউনিয়নবাসী ২ হাজার ৪৫৬ টন খাদ্য ভোগ বাবদ কাজে লাগায়। চাহিদার তুলনায় বেশি প্রোটিন উৎপাদিত হয়। • বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ গত বছর সামাজিক নিরাপত্তা খাতের আওতায় ৯২৫টি পরিবারকে নির্বাচিত করে। নির্বাচিতদের মধ্যে ৩৫৫ জন (নারী ১৮৮ জন) মাসিক ৩০০ টাকা হিসেবে ভাতা পেয়েছে। ২২১ জন তালাকপ্রাপ্তা নারী/বিধবা ৩০০ টাকা করে ভাতা পেয়েছে। ২৭৬ জন নারী ভিজিএফ প্রোগ্রামের অধীনে ৩০ কেজি করে গম/চাল পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ইউনিয়ন পরিষদ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ১ হাজার ১৬৬ জনকে ১ কোটি ১৫ লাখ ১৬ হাজার ৮৭৮ টাকা হস্তান্তর করেছে। • গত বছর ইউনিয়ন পরিষদ ভিজিএফ মানদণ্ড অনুযায়ী যথাযোগ্য লোকজন না পেয়ে ভিজিএফ-এএর ৬০ টন চাল ফেরত দেয়।
লক্ষ্যমাত্রা ৩ঃ সবার জন্য স্বাস্থ্যকর জীবন ও কল্যাণ নিশ্চিত করা 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	• ২০০৯ সাল থেকে মাসকাটা কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিঘাই ডা. অমূল্য বিশ্বাস কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ২০১৫ সালে পূর্ব বেতাগায় প্রতিষ্ঠিত হয় বেতাগা মনোরোমা দাশ কমিউনিটি ক্লিনিক। গর্ভবতী মায়েদের প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারির জন্য ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দেয়া হচ্ছে আর্থিক সহায়তা। বিশেষত মায়েদের জন্য নিরাপদ প্রসবের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ক্লিনিকগুলোকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষিত ইয়ুথ সদস্য এবং নারীনেত্রীরা ক্লিনিকের সেবা গ্রহণে এবং ক্লিনিকের ওষুধ এবং সেবা সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে ইউনিয়নবাসীকে সহায়তা করে। • ইউনিয়ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি কমিউনিটি ক্লিনিকটির সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি মনিটরিং টিম গঠন করে। মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পরিষদ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যাগুলোর সমাধান করে। এলাকার মানুষ যারা সেবাভোগী তাদের সচেতন করা হয় সভা-সমাবেশের মাধ্যমে। • দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিবছর বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং চক্ষু ক্যাম্প পরিচালনা করে। • স্কুলগুলোতে নিয়মিত খেলাধুলা এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়মিতই হয় ইউনিয়নে। • ইউনিয়ন মা ও শিশুস্বাস্থ্য কেন্দ্র কয়েক দশক ধরে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে বেতাগা ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনায় পুরস্কৃত হয়েছে। • মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য একটি মণ্ডপ স্থাপন করা হয় পরিষদের উদ্যোগে। • মাতৃমৃত্যু কমানো, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা, প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি নিশ্চিত করার কাজ চলছে ইউনিয়ন পরিষদে বিভিন্ন এনজিও'র সহযোগিতায়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সহযোগিতায় চক্ষু শিবির ও মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমেও স্কুলের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্যোগ রয়েছে। • ২০১৩ সালে ২৩ জন ইয়ুথ সদস্য 'মুক্তধারা সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। তারা এই সংগঠনের উদ্যোগে বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রচারাভিযান পরিচালনা করে। সংগঠনের সদস্যরা প্রতি মাসে ৫০ টাকা করে সঞ্চয় করে। বর্তমানে তাদের সঞ্চয় ৪ হাজার ৮৭০ টাকা।
লক্ষ্যমাত্রা ৪ঃ সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা 4 QUALITY EDUCATION	• স্থায়ী কমিটির সুপারিশে বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার দরিদ্র এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য বেতাগা ইউনিয়ন উচ্চশিক্ষা সহায়তা এবং এক্সটেনশন প্রকল্প চালু করেছে। এলাকার সহৃদয় বিত্তবানদের আর্থিক সহায়তায় উচ্চশিক্ষার বর্তমান ফান্ডের পরিমাণ প্রায় ৪৭ লাখ ১১ হাজার ৪২০ টাকা। • ২০১৪ সাল থেকে বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ প্রবর্তন করেছে 'বেতাগা দিবস', যেখানে সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেরা অভিভাবক, সেরা শিক্ষক ও সেরা স্বাস্থ্যসেবা দানকারীদের সম্মানিত করা হচ্ছে। ২০১২ সালে ১৫ জন শিক্ষার্থীকে ৪৩ হাজার টাকা, ২০১৩ সালে ২৩ জন শিক্ষার্থীকে ৪৯ হাজার ৫০০ টাকা, ২০১৪ সালে ২৯ জন শিক্ষার্থীকে ৫৯ হাজার ৫০০ টাকা, ২০১৫ সালে ২৯ জন শিক্ষার্থীকে ৬৩ হাজার টাকা মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। • শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবকদের সচেতনতা এবং সম্পৃক্ততা বাড়াতে পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া এলাকায় এই সভা করা হচ্ছে অধিকহারে। • শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প এবং নিজস্ব সম্পদ থেকে তিনটি সরকারি স্কুল (দুটি মাধ্যমিক এবং একটি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়) নির্মাণের জন্য সহায়তা করছে। • বেতাগা ইউনিয়নের সাক্ষরতার হার ৮৩%, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষিত ইয়ুথ সদস্যরা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ইউনিয়নে বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। • শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ইউনিয়নে শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১১ সাল থেকেই কমিটি

বেতাগা ইউনিয়নঃ এসডিজি অর্জনে কার্যক্রম ও অর্জন

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	কার্যক্রম এবং অর্জন
	নিয়মিতভাবে স্কুলগুলো পরিচালনার জন্য উপকরণ সহায়তা দিয়ে আসছে। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়া, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার কমানো, স্কুলগুলোতে মেয়েদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার কাজে কমিটি সদা তৎপর।
লক্ষ্যমাত্রা ৫ঃ নারীদের সম-অধিকার এবং তাদের ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা	● পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির উদ্যোগে চালু হয়েছে 'কন্যাবর্তিকা কর্মসূচি'। মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করা, স্কুলে মেয়েদের আনন্দদায়ক অবস্থান, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, কন্যাশিশু এবং নারীদের প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য উৎসাহিত করেছে। এক বা একাধিক কন্যা রয়েছে, কিন্তু পুত্র সন্তান নেই সেসকল পরিবারকে এই প্রোগ্রামের আওতায় নেয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহকে 'না' বলতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে পুরো ইউনিয়নবাসীকে। ওয়ার্ডসভাসহ সকল সভা-সমিতিতে এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে। ● স্থায়ী কমিটির দ্বি-মাসিক সভায় কর্মপরিকল্পনাও নেয়া হচ্ছে নিয়মিত। যে সকল দুস্থ নারীরা ভিজিডি খাদ্য সহায়তা পান, তাদের ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করেছে ইউনিয়ন পরিষদ। জরিপে উঠে আসে পাঁচজন নারী তাদের ছেলে অথবা মেয়ের বাল্যবিবাহ দিয়েছেন। একারণে এই স্থায়ী কমিটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওই নারীদের ভিজিডি কার্ড বাতিলের সুপারিশ করলে পরিষদ মাসিক সভায় তা বাস্তবায়ন করে। ● এই কমিটি বাল্যবিবাহ নিরসনে প্রশাসনের সাথে যেমন নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করছে, তেমনি বিবাহ নিবন্ধক বা কাজীর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। প্রতিনিয়ত এই বিষয়ে মনিটরিং চলছে।
লক্ষ্যমাত্রা ৬ঃ সবার জন্য টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা	● স্যানিটেশন ও সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত প্রথার বাইরে সচেষ্ট বেতাগা। কমিউনিটির লোকদের জন্য নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী পানীয় জল এবং স্যানিটেশন নিশ্চিত করার জন্য গড়া হয়েছে প্রায় ২৩ লাখ টাকার আলাদা তহবিল। বেতাগার সকল জনগণের জন্য রয়েছে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা। ● ইউনিয়ন পরিষদ, হাউসাওয়া (HYSAWA) ফান্ডের সহায়তায় নিরাপদ পানি সরবরাহ-সহ ৩০টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন করেছে। ● সুদমুক্ত ঋণের মাধ্যমে পারিবারিক ল্যাট্রিন তৈরি করে দেয়া হচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে। এক্ষেত্রে ১১ লাখ টাকার একটি রোলিং ফান্ড করা হয়েছে।
লক্ষ্যমাত্রা ৭ঃ সবার জন্য সুলভ, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি নিশ্চিত করা	● ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় বর্তমানে ৫২টি পরিবার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সোলার পাওয়ার ব্যবহার করছে। ● পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সহায়তায় ইউনিয়নের প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
লক্ষ্যমাত্রা ৮ঃ সবার জন্য স্থায়ী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক কার্যক্রম উৎসাহিত পরিপূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং উপযুক্ত কর্মের নিশ্চয়তা প্রদান	● আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ অকৃষি উৎস থেকে আয় বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করছে। বেতাগা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) শুধুমাত্র তরুণ উদ্যোক্তাদের একটি গ্রুপের জন্য অপ্রথাগত উৎস থেকে আয় বৃদ্ধিতেই সক্রিয়ই নয়, এর মাধ্যমে ইউনিয়নবাসীকে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য সরবরাহ করে। জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত আয় ১ লাখ ৭৯ হাজার ৪২৬ টাকা।
লক্ষ্যমাত্রা ৯ঃ স্থিতিশীল অবকাঠামো তৈরি, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই শিল্পায়ন ও উদ্ভাবন উৎসাহিত করা;	● বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অনুদান, অন্যান্য সরকারি অনুদান, এলজিএসপি প্রকল্প, জেলা পরিষদের সহায়তার মাধ্যমে বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলে এবং সমগ্র ইউনিয়ন জুড়ে উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করে। বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ ২০১৫ থেকে ২০১৬'র মে পর্যন্ত উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করেছে ১ কোটি ১১ লাখ ৩৩ হাজার ৭২১ টাকা। ● মুসলমান এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ সমানভাবে সহায়তা করে।
লক্ষ্যমাত্রা ১৫ঃ স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও টেকসই ব্যবহার উৎসাহিত, বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবহার, মরুকরণ প্রতিহত এবং ভূমির মানে অবনতি রোধ ও জীববৈচিত্র্যের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা;	● ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে অংশগ্রহণমূলক সামাজিক বনায়ন উদ্যোগ নিয়েছে বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, ভূমিক্ষয় রোধ. অর্থনৈতিক সাবলম্বিতা, সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা তথা ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে জনঅংশগ্রহণমূলক সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি সৃষ্টি করা হয়েছে। ● এক একটি রাস্তায় গড়ে তোলা হয়েছে এক একটি বনায়ন সমিতি। প্রতিটি সমিতিতে রয়েছে নির্বাচিত প্রতিনিধি, শিক্ষক, রাস্তার পাশের ভূমির মালিক, ভূমিহীন, বেকার যুবক, ব্যবসায়ী, কৃষক ও শ্রমিকসমেত ২০ থেকে ৪০ জন এলাকাবাসী। ইতিমধ্যে ৩৬০ জন নানা পেশা ও শ্রেণির গ্রামবাসী জড়িত থেকে ১২টি বনায়নে প্রায় ৬০ হাজার বৃক্ষরাজির এক বিপুল সমাহার ঘটিয়েছেন। নানা জাতের বনজ, ফলজ ঔষধি গাছ রয়েছে এই বৃক্ষরাজীর মধ্যে।

বেতাগা ইউনিয়ন: এসডিজি অর্জনে কার্যক্রম ও অর্জন

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	কার্যক্রম এবং অর্জন
15 LIFE ON LAND	● সড়ক নির্বাচন, বৃক্ষ নির্বাচন, উপকারভোগী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা দিচ্ছে সামাজিক বন বিভাগ। প্রতিবছর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আয় হয় ছয় থেকে সাত লাখ টাকা। ● 'অর্গানিক বেতাগা' একটি অনন্য উদ্যোগ। ইউনিয়নের মাসকাটা এবং শ্রীকৃষ্ণপুর মৌজার প্রায় ৫০ একর উঁচু জমিতে গড়ে তোলা হয়েছে 'অর্গানিক বেতাগা' প্রকল্প। জমির মালিকদের নিয়ে গড়ে উঠেছে সংগঠন। কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার ছাড়া চাষ হচ্ছে নানা জাতের ফসল, তরি-তরকারি ও সবজি। স্থাপন করা হয়েছে জৈব সার তৈরির ১০টি হাউজ। অর্গানিক বেতাগায় প্রকৃতির লাঙ্গল তথা কেঁচোর চাষ করা হচ্ছে ভূমিতে উর্বরতা বাড়াতে। পরীক্ষামূলকভাবে থাই পেয়ারা, মাল্টা, চায়না লিচু, বিভিন্ন জাতের আম ও উচ্চ ফলনশীল নারিকেল চাষ শুরু হয়েছে অর্গানিক বেতাগায়। ● আগে লবণ পানি ব্যবহার করে বাগদা চিংড়ির চাষ হতো, যা জমির ক্ষতি করতো। বর্তমানে চাষীরা টেকসই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন ধরনের মাছ উৎপাদন করেন। ● ১০০% জৈবিক, নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর, কীটনাশকমুক্ত ফল এবং সবজি চাষের জন্য পরিষদ ২ লাখ টাকা দিয়ে চাষীদের সহায়তা করেছে।
লক্ষ্যমাত্রা ১৬: টেকসই উন্নয়নে শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ এবং সর্বস্তরে কার্যকর, দায়বদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	● পরিষদের চেয়ারম্যান স্বপন দাশ-এর নেতৃত্বে ইউনিয়ন পরিষদ বেতাগা ইউনিয়নের অগ্রগতিতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। পরিষদ কেবল একটি টিম হিসেবেই নয়, বরং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চার অন্যতম উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। সুশাসনকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসেবে নিয়েছে পরিষদ। নিয়মিত ওয়ার্ডসভা ও উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন আয়োজনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার চর্চা অব্যাহত আছে। সম্মিলিত অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম উদাহরণ এখন বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ। এসডিজি ১৬'র বাস্তবায়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষিত উজ্জীবকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। ১৪টি স্থায়ী কমিটির প্রতিটিতে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে, যেখানে বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও আছেন। ● অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে স্থায়ী কমিটি। ১৩টি কমিটি দুই মাসে অন্তত একবার সভা করে এবং সভার সুপারিশ পরিষদ সভায় লিপিবদ্ধ করা হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কমিটির অনুমোদিত সুপারিশ অনুযায়ী কার্যকর করা হয়েছে: উচ্চ শিক্ষা সহায়তা ও সম্প্রসারন প্রকল্প, অর্গানিক বেতাগা, মানসম্মত পারিবারিক ল্যাট্রিন নির্মাণ প্রকল্পসহ সেবা বৃদ্ধির নানা কার্যক্রম। সামাজিক সেবা বেষ্টনীর উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য সক্রিয় রয়েছে একাধিক কমিটি। যেমন, বয়স্কভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ইউনিয়ন কমিটি ও ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি। ● স্থায়ী কমিটিগুলোর সহায়তায় বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ জনগণের প্রাপ্য সেবাসমূহ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সাথে প্রদান করে। পরিষদ ইউনিয়নের জনগণের জন্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাথে সম-আচরণ করে, যার ফলে ইউনিয়নে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়েছে। ● বেতাগা ইউনিয়নে সকল জন্ম ও বিবাহ নিয়মিত নিবন্ধন করা হয়। ● ইউনিয়নে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সহিংসতা নেই। এখানে শান্তি এবং সম্প্রীতি বিরাজমান। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এবং নেতৃবৃন্দ কোনো হস্তক্ষেপ করে না। ● করারোপ করা হয় সমাজের সকল পক্ষকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত প্রচেষ্টায়। হোল্ডিং ট্যাক্স আরোপের ক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মূল্যায়ন করে পরিষদ। চেয়ারম্যান, ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য, সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য, একজন শিক্ষক, একজন উজ্জীবক ও একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি সমন্বয়ে গৃহকর্তার উপস্থিতিতে বাড়ির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। জনগণ পরিষদ থেকে যথাযথ সেবা পায়, তাই নিয়মিতভাবে কর পরিষদ করে। পরিষদের নেতৃত্ব এবং স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার চর্চায় সন্তুষ্ট ইউনিয়নবাসী নিয়মিত কর প্রদান করে থাকে। কর আদায়ের পরিমাণ প্রায় শতভাগ। ● প্রতিবন্ধীবান্ধব স্থানীয় সরকার গড়ার প্রত্যয়ে ইতিমধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ আইনের ৪৫ এর উপধারা ২(১) অনুযায়ী প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত আলাদা স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছে। বেতাগা এবং পার্শ্ববর্তী লখপুর ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি যৌথ সভা করে পারস্পরিক শিখন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূল স্রোতে এনে তাদের সহায়তার জন্য আলাদা তহবিলও গঠিত হয়েছে।
লক্ষ্যমাত্রা ১৭: টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নের পদ্ধতিগুলো শক্তিশালী এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব জোরদার করা। 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	● বেতাগা ইউনিয়নের ডিজিটাল সেন্টারে ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে, যা থেকে ইউনিয়নবাসীর অগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষত তরুণরা ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছে। ● ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবারে অন্তত একটি মোবাইল ফোন আছে।

একটি অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণঃ

এসডিজি কার্যক্রমের দ্বিতীয় বছরে হলেও বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ ইতিমধ্যে এসডিজি'র অনেকগুলো অভীষ্ট পূরণে সফলতা অর্জন করেছে এবং অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনের পথে পরিকল্পিতভাবে এগুচ্ছে। দ্রুত এ অর্জন সম্ভব হয়েছে কেননা বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ নারীকে অগ্রাধিকার দিয়ে কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন কৌশল (CLD) নিয়েছে যেখানে ইউনিয়নের জনগণ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, তৃণমূলের নাগরিক সমাজ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সম্মিলিত অংশীদারিত্বের সম্মিলন ঘটেছে। সম্মিলিত অংশীদারিত্বের ফলে ইউনিয়নের জনগণ তাদের প্রাপ্য সেবা পাচ্ছে। বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ বিশেষ করে ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্বে বেতাগা ইউনিয়নের সফলতা অর্জনের স্বপ্ন বাস্তবতায় পরিণত হতে চলেছে।

ইউনিয়নের এই সফলতার মূলে রয়েছে সক্রিয়, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক ইউনিয়ন পরিষদ এবং কার্যকর স্থায়ী কমিটিসমূহ। ইউনিয়ন পরিষদ এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট প্রশিক্ষিত তৃণমূল সিভিল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত এবং সংগঠিতকরণের ফলে বেতাগা ইউনিয়নে সফল জনসম্পৃক্ত উন্নয়ন কার্যক্রমের সূচনা হয়েছে, যা বাংলাদেশে ব্যতিক্রম। বেতাগা ইউনিয়নের এ অগ্রযাত্রায় সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বেতাগায় এসডিজি ইউনিয়ন কার্যক্রম একটি অর্থনির্ভর কিংবা কর্মকর্তা নির্ভর নয়, বরং বেতাগা ইউনিয়নকে একটি সমৃদ্ধশালী ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তোর জন্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ দায়িত্ব নিয়েছে এবং জনসম্পৃক্ত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে ইউনিয়নের একটি মানুষও যাতে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করেছে বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ। সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের জনগণ সম্মিলিতভাবে কাজ করার ফলে ইউনিয়টি সংঘাতবিহীন এবং শান্তিপূর্ণ ইউনিয়নে পরিণত হয়েছে।

বেতাগায় মুগ্ধ মোজাম্বিকের সাবেক রাষ্ট্রপতি

জেকুইম সিজানো, আফ্রিকা মহাদেশের রাষ্ট্র মোজাম্বিকের সাবেক রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৮ বছর দেশটি রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি তাঁর প্রথম বাংলাদেশ সফরে ২৭ জুন, ২০১৪ দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ২০ সদস্যবিশিষ্ট গ্লোবাল প্রতিনিধিদলের সাথে বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম দেখতে যান। তিনি পরিষদ এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্থানীয় উজ্জীবকদের কার্যক্রম দেখে অভিভূত ও মুগ্ধ হন। তিনি বলেন, 'বেতাগায় আমি দেখেছি কীভাবে ক্ষুধাকে বিদায় জানাতে জনগণ উজ্জীবিত হয়ে কাজ করছে। স্থানীয় জনগণ নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করা এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে।' নিজ দেশে ফিরে বেতাগা ইউনিয়নের সফলতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন বলেও জানান তিনি।

নাগরিকদের সোচ্চার কণ্ঠ সমুন্নত রাখার উদ্যোগ

এমডিজির লক্ষ্য ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ার অর্ধেক পথ অতিক্রম করা, কিন্তু এসডিজির লক্ষ্য হলো বিশ্বকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যমুক্ত করা। তাই দি হাঙ্গার প্রজেক্ট মনে করে, বাংলাদেশকে এসডিজি অর্জন করতে হলে সার্বিক জাতীয় কর্মসূচিতে নারীকে অগ্রাধিকার দিয়ে কমিউনিটি চালিত এসডিজি ইউনিয়ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। Jachimowicz, Chafik, Munrat, Prabhu, & Weber (2017) এর 'Community trust reduces myopic decisions of low-income individuals' শীর্ষক এক স্টাডিতে বলা হয়েছে– নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে এবং তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রচেষ্টায় বাড়তি মনোযোগ দিতে হবে, উদ্যোগ নিতে হবে। কমিউনিটি চালিত এ উন্নয়ন প্রচেষ্টা সফল করার জন্য অনেক দক্ষ প্রশিক্ষক এবং সহায়ক প্রয়োজন, যা বাংলাদেশের এনজিওগুলোতে রয়েছে। এ প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া, আফগানিস্তান, ফিলিফাইন, ইন্দানেশিয়া, কেনিয়া এবং ব্রাজিল উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশও এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এসডিজি অর্জনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারে।

এসডিজি'র স্থানীয়করণ এবং তৃণমূলের জনগণের সার্বিক জীবনমান পরিবর্তনে করণীয়ঃ

- এসডিজি ইউনিয়ন গড়ার জন্য প্রথমত প্রয়োজন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, জনগণ ও স্থানীয় নাগরিক সমাজ – এই চার শক্তির সমন্বিত উদ্যোগ। এগুলো হতে হবে ইউনিয়ন পরিষদের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায়, যাতে এগুলো স্থায়িত্বশীল হয়।
- ইউনিয়ন পরিষদ আইনে সম্পদ ও জনবল প্রদানের উদ্দেশ্যে হস্তান্তরযোগ্য যেসব বিভাগ নির্ধারিত আছে তা বাজেট ও জনবল-সহ ইউনিয়ন পরিষদে অবিলম্বে হস্তান্তর করা গেলে পরিষদ অধিকতর কার্যকর হবে এবং এতে জনগণ মানসম্মত সেবা পাবে। এজন্য জাতীয় রাজস্ব আয়ের অন্তত ২০% হস্তান্তর করা, যাতে পরিষদগুলো অগ্রাধিকারভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোতে ব্যয়ের পরিকল্পনা করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করতে পারে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ এবং নগর স্থানীয় সরকার এর বরাদ্দ সরকারি ব্যয়ের (লোকাল পাবলিক সেক্টর ইনিশিয়েটিভ) ৩.১%। ২০০৭ সালে ড. শওকত আলী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা এই বিষয় কার্যকর করার যথাযথ পদক্ষেপ হতে পারে।
- অতিরিক্ত সম্পদ, জনবল ও স্বায়ত্বশাসন কাজে লাগিয়ে এসডিজি ইউনিয়ন গড়তে হলে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দু'ভাবে 'ক্যাপাসিটি' বা সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে। এক. গতানুগতিক মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর এবং দুই. 'স্টাটুটরি' বা আইন-কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান/দক্ষতা বৃদ্ধি, যাতে তারা নির্বাহী হয়ে উঠতে পারে।
- ইউনিয়ন পরিষদকে এসডিজি অর্জনের মালিকানা নিতে হলে সাংবিধানিক নির্দেশনার আলোকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সরকারি নীতি-কাঠামোতে পরিবর্তন-সহ বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ (কার্যকর ইউনিয়ন পরিষদ গড়ার পথে) দূর করার লক্ষ্যে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে জোরালো অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করা।

- প্রথমবারের মতো বিদ্যমান আইনে ওয়ার্ডসভার বিধান যুক্ত হওয়ায় এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে স্বচ্ছ, জনঅংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একে কার্যকর করার জন্য প্রথম প্রয়োজন সরকারি উদ্যোগ ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন একদল প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী, যারা সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করার জন্য অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে।
- সাধারণত জনগণ নিজে থেকেই উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত হয় না, এজন্য তাদেরকে বিশেষত নারীদের ক্ষমতায়িত করতে হবে। ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন একদল প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী গড়ে তোলা দরকার, যাদের নেতৃত্বে প্রতিটি গ্রামে 'গ্রাম উন্নয়ন কমিটি' গড়ে উঠে।
- জনগণকে জাগিয়ে তোলার জন্য তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে। আর সচেতনতা সৃষ্টির অংশ হিসেবে তাদের মধ্যে অধিকার ও নাগরিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা সক্রিয় নাগরিক হয়ে উঠে। সচেতন ও সক্রিয় এই নাগরিকরাই স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সমাজের ভূমিকা পালন করতে পারে।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উজ্জীবিত, সংগঠিত ও যুথবদ্ধ করা, যাতে তারা তাদের সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব ও সম্পদ কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কমিউনিটি বা সমাজের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে সমাজের ওপর আস্থা বা 'কমিউনিটি ট্রাস্ট' সৃষ্টি হয়।
- জনগণকে জাগিয়ে তুলে সামাজিক আন্দোলন বা সামাজিক প্রতিরোধের মাধ্যমে অনেকগুলো সমস্যা, বিশেষত সামাজিক সমস্যা (যেমন, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, মাদকাসক্তি ও শিশুদেরকে বিদ্যালয়গামীকরণ ইত্যাদি) অতি সহজেই এবং প্রায় বিনা খরচেই সমাধান করা সম্ভব। বস্তুত, যে ইউনিয়ন পরিষদ এ সংগঠিত সামাজিক শক্তিকে বেশি কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে সেখানেই বেশি সফলতা অর্জিত হয়েছে।
- শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় দ্বন্দ্ব-বিরোধকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করা এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

তৃণমূলে এসডিজি অর্জনে করণীয়ঃ

- এসডিজি ইউনিয়ন গড়ার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, জনগণ ও স্থানীয় নাগরিক সমাজ – এই চার শক্তির সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
- আইনানুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে প্রয়োজনীয় বাজেট ও জনবল হস্তান্তর করা;
- ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা;
- ওয়ার্ডসভাকে কার্যকর করার জন্য সরকারি উদ্যোগ ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা গড়ে তোলা;
- একদল প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী গড়ে তোলা, যারা ও স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করে তুলবে;
- একদল প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী গড়ে তোলা, যাদের নেতৃত্বে প্রতিটি গ্রামে 'গ্রাম উন্নয়ন কমিটি' গড়ে উঠে;
- জনগণের মধ্যে অধিকার ও নাগরিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা, যাতে তারা সক্রিয় নাগরিক হয়ে উঠে।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কমিউনিটির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে সমাজের ওপর আস্থা সৃষ্টি হয়;
- জনগণকে সংগঠিত করে সামাজিক সমস্যাসমূহ অতি সহজে ও কম খরচে সমাধান করা;
- শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় দ্বন্দ্ব-বিরোধকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করা।

শেষকথা

সম্প্রতি বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, এসডিজি অর্জনের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে নারীকে অগ্রাধিকার দিয়ে কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন (Community-led development), বিশেষ করে যেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর নানা রকম আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা এখনও পূরণ হয়নি, যেমন, তরুণদের একটি বড় অংশ উগ্রবাদে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এখন আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোন উপায়ে সর্বোত্তম উন্নয়ন সম্ভব?

এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ ও সংগঠনগুলোর পর্যাপ্ত সামর্থ্য ও শক্তি রয়েছে, যারা এদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে Community-led development বা কমিউনিটি-চালিত উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আমরা মনে করি, এই পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকারের সাথে সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে, যা এসডিজি অর্জনের পথকে আরও সুগম করবে।